গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ২১ - ২৭ এপ্রিল, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিপ্লবীরা ভোটে নামে কেন

"বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখিনতার লক্ষ্য থেকে প্রলেতারিয়েত যখন অনন্যোপায় হয়ে জনতার সঙ্গে থাকার জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে যায়, তখন সে জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন-এর ভিত্তিতে যায়। সিট জেতবার জন্য সেও চেষ্টা করে সাধ্যমতো। কিন্তু, তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটা কখনোই যেভাবেই হোক সর্বাধিক আসন দখল করা হয় না। তার main focal point-টা হয়, people-কে জনতাকে, একটা mass revolutionary line-এর ভিত্তিতে ইলেকশন লড়াই করতে শেখানো এবং এইটে করতে গিয়ে যদি maximum seat পাই পাবো, যদি না পাই, একটাও না পাই, না পাবো, ...কিন্তু তার central focal point কখনোই হবে না — যেন তেন প্রকারেণ, যে কোন উপায়ে কতকগুলো seat grab করবো।"

— শিবদাস ঘোষ

(শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে)

মহান ২৪ এপ্রিলের সঙ্কল্প

"কোন একটা পার্টি আদর্শের বড় বড় কথা বলছে কি না সেটা বড় কথা নয়। তাদের আদর্শ সত্যিই বড় কি না তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, তাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিদিনের ব্যবহারে ও রাজনৈতিক আচার-আচরণে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছেন কি না।" — এই নিরিখেই দলের নেতা ও কর্মীদের দেহে-মনে, সংস্কৃতিতে, দৈনন্দিন আচারে-আচরণে বিপ্লবী সংগ্রামের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং তার সংস্পর্শে দেশের জনগণের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতি ও বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তুলে ভারতবর্ষের জনগণের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ, ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল, লেনিনীয় মডেলে একটা ভিন্ন জাতের দল হিসাবে এস ইউ সি আই দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দল গঠনের প্রক্রিয়াতেই জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনার দ্বারা উন্নত সর্বহারা মূল্যবোধ, জীবনধারা ও বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী ধারার কিশোর সৈনিক হিসাবে জীবন শুরু করে কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজেকে সর্বহারার মহান নেতার স্তরে উন্নীত করেছিলেন।

কিশোর স্বাধীনতাযোদ্ধা হিসাবে তিনি চোখের উপর দেখেছিলেন, এদেশে একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতির কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত ফল করায়ত্ত করে বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়; অগণিত ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষকের আকাঙ্ক্ষিত গণমুক্তি অর্জন, শোষণহীন ভারত গড়ার স্বপ্ন অপূরিত থেকে যায়। সেই সময়েই তিনি উপলব্ধি করেন গণমুক্তি অর্জনের জন্য আর একটি বিপ্লব, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন এবং সেই বিপ্লবের জন্য একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা দরকার। তিনি বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে বুঝেছিলেন, ভারতের

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রকাশিত

কমরেড শিবদাস ঘোষের

নির্বাচিত রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

পেপার ব্যাক - ৬০ টাকা

বোর্ড বাঁধাই - ৭৫ টাকা

স্বৈরাচারী নেপাল রাজের গণকণ্ঠরোধী কার্যকলাপের নিন্দায় এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ১২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয় ও মদতপুষ্ট নেপালের স্বৈরাচারী রাজা সেদেশের সংগ্রামরত জনগণকে সমস্ত নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সাথে সাথে যেভাবে নেপালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলনরত বিক্ষোভকারীদের ওপর অমানুষিক নিপীড়ন চালাচ্ছে; নিরাপরাধ সাধারণ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের বন্দী করেছে তার তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভারত সরকার যেভাবে নিছক দর্শকের ভূমিকা নিয়ে এই গণতন্ত্র হত্যায় নীরবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে এবং কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে সেদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জনতার ন্যায়সঙ্গত দাবি মানতে নেপালের স্বৈরাচারী রাজাকে বাধ্য করার পরিবর্তে এই চরম অত্যাচারী রাজার সঙ্গে যোগসাজশ ও বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছে, কমরেড মুখার্জী তারও তীব্র সমালোচনা করেন।

এই বর্বর শাসনের উচ্ছেদের লক্ষ্যে নেপালের জনগণের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করে কমরেড মুখার্জী নেপালের সংগ্রামী জনতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য গোটা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয়, স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

নির্বাচনে বাস্তবে লড়াই হচ্ছে দু'টি রাজনীতির

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

আসন্ন নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি এস ইউ সি আই-এর আবেদন প্রকাশ করে ৬ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন —

পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে বেশ কয়েকটি দল লড়লেও বাস্তবে লড়াই হচ্ছে দু'টি রাজনীতির। একচেটিয়া পুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদী মাল্টিন্যাশনাল ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের শোষণ লুণ্ঠনের স্বার্থের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হচ্ছে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল ও বিজেপি; অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের রাজনৈতিক স্বার্থে লড়াই করে চলেছে এস ইউ সি আই। সিপিএম এরাজ্যে সরকারে বসে শোষকশ্রেণীর স্বার্থে যে নীতি নিয়ে কাজ করছে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন আন্দোলন না গড়ে তুলে কার্যত দায়িত্বশীল বিরোধিতার নামে কংগ্রেস-তৃণমূল তাকেই সমর্থন করে যাচ্ছে। এদের একমাত্র লড়াই কে কার জায়গায় গদিতে বসবে তাই নিয়ে।

সিপিএম কোনদিনই মার্কসবাদী দল ছিল না। তারা অতীতে যতটুকু বামপন্থা নিয়ে চলত বর্তমানে গদি রাখার স্বার্থে সেটুকুও ত্যাগ করেছে। উন্নয়নের নামে একদিকে দেশিবিদেশি পুঁজি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফার পাহাড় বাড়ছে, অন্যদিকে শ্রমিক- কৃষক-মধ্যবিত্ত দিনের পর দিন নিঃস্ব হচ্ছে। রাজ্যের শিল্পাঞ্চল মরুভূমির মত ধূ-ধূ করছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। দেড় কোটির উপর বেকার। দু'কোটির উপর গরিব মানুষের একবেলাও খাবার জোটে না। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা জমি হারাচ্ছে। ভূমিহীন কৃষক বাড়ছে লক্ষ লক্ষ। কাজের খোঁজে তারা শহরে পাগলের মত ঘুরছে। মেয়েরা ও শিশুরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চল এখন শ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করছে। ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি হওয়ার নামে, যারা ইনভেস্ট করছে সিপিএম তাদের বন্ধু হয়ে শ্রমিকদের বোঝাচ্ছে — শিল্পে শান্তি রক্ষা কর, আন্দোলন করো না। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তারা বাণিজ্যিকীকরণ করছে।

কংগ্রেস এ রাজ্যে দীর্ঘদিন সরকার চালিয়েছে, বর্তমানে সিপিএমের সমর্থনে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছে। তৃণমূল-বিজেপিও কেন্দ্রে সরকার চালিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী দু'বার কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন। এরাও একই জনবিরোধী নীতি নিয়ে কাজ করেছে। এরাও এরাজ্যে ক্ষমতায় এলে একইভাবে শোষণ লুণ্ঠন চলবে। তাছাড়া এবার তারা তো সিপিএমকে ওয়াকওভার দিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস ও তৃণমূলের একমাত্র দ্বন্দ্ব কে কার থেকে বেশি সিট পেতে পারে তাই নিয়ে।

একমাত্র আমাদের দল এস ইউ সি আই-ই দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা-মধ্যবিত্ত জনগণের নানা দাবিতে লড়াই করে যাচ্ছে। আমরা আন্দোলন করে বহু গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় করেছি। আমাদের এ পর্যন্ত ১৪৯ জন নেতা ও কর্মী খুন হয়েছে, ৯৭১ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে, ২৮ জন নেতা ও কর্মী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। এরাজ্যে তৃণমূলের ৫৫ জন ও কংগ্রেসের ২৯ জন এম এল এ, আর আমাদের মাত্র ২ জন। ওদের এত এম এল এ জনগণের কোন্ স্বার্থে কাজে লেগেছে? তারা সত্যিকারের অপোজিশানের ভূমিকা পালন করেনি।

ভোটের পর জনজীবনে আরও সঙ্কট বাড়বে, আরও আক্রমণ আসবে। এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন করার জন্য গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি ও যথার্থ অপোজিশান এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করার জন্য এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়ী করার আবেদন তিনি জানান।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন যাই বলুক, পশ্চিমবঙ্গে ফ্রি-ফেয়ার ইলেকশান হবে না। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেছেন — কমিশনের সদস্যরা আসবেন, থাকবেন, চলে যাবেন। এটাই সিপিএম কর্মীরা প্রচার করছে। তারা বলছে, কমিশন চলে যাবে কিন্তু আমরা থাকব, বিরুদ্ধে ভোট দিলে দেখে নেব — এভাবে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। পরিবহনমন্ত্রী যা বলেছেন, সরকার তার বিরুদ্ধতা করেনি। অর্থাৎ পরিবহন মন্ত্রীর মুখ দিয়ে রাজ্য সরকারই তা বলেছেন। এর ফলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা নিরপেক্ষ থাকার কথা ভাবছিলেন, তাঁরাও আর তা পারবেন না।

সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধরও উপস্থিত ছিলেন।

জামশেদপুরে শহীদ ভগৎ সিং স্মরণে আলোচনা সভা

শহীদ ভগৎ সিং সহ অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বপ্ন আজও অপূরিত। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি দেয়। ফাঁসির আগের মুহূর্তেও দৃপ্তকণ্ঠে ভগৎ সিংয়ের নির্ভীক স্লোগান ছিল 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক,' 'পুঁজিবাদ নিপাত যাক।' ভারতবর্ষের সুমহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হলেও কায়েম হয়েছে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা। পুঁজিবাদের প্রকৃতি শোষণমূলক। পুঁজিবাদের শোষণের জন্যই দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন কষ্টের। পুঁজিবাদের অবসানই এযুগের 'যুগধর্ম'। পুঁজিবাদ বিরোধিতাই প্রগতিশীলতা। এই কারণেই ভগৎ সিং সহ আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের জীবনচর্চা আজও প্রাসঙ্গিক।

২৩ মার্চ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের তত্ত্বাবধানে জামশেদপুরের বিভিন্ন স্থানে ভগৎ সিংয়ের শহীদ দিবস পালিত হয়। আদিত্যপুরে জাগৃতি ক্লাব ময়দানে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন কো-অপারেটিভ কলেজের হিন্দি বিভাগের প্রধান ডঃ বিজয়কুমার পীযূষ। এগ্রিকোতে বক্তব্য রাখেন ঘাটশিলা কলেজের প্রফেসর মিত্রেশ্বর এবং প্রফেসর নরেশ। মুখ্য অতিথি ছিলেন করিম সিটি কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল ডঃ মনজুর সাহাব। মানগোতে গুরুনানক উচ্চবিদ্যালয়ে আলোচনা করেন অ্যাডভোকেট মালকিত সিবে। বক্তারা প্রত্যেকেই ভগৎ সিংয়ের জীবন ও সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাঁর চিন্তার যুগভিত্তিক চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।

এ আই এম এস এসের বর্ধমান জেলা সম্মেলন

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ৫ম বর্ধমান জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন ২৬ মার্চ দুর্গাপুরের বেনাচিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান, লাউদোহা, দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ৮০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। পণপ্রথা, নারীপাচার, নারীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সহ সমকাজে সম মজুরির দাবি ছাড়াও আঞ্চলিক সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যেই ছিল এই সম্মেলন। সম্মেলনে বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা এবং সিপিএমের খুন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়। সংগঠনের প্রাক্তন সভানেত্রী প্রয়াত কমরেড গীতা দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড শ্যামলী মুখার্জী। প্রধান বক্তার ভাষণে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় জেলায় জেলায় সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলনের সাফল্যগুলি তুলে ধরেন। বিশেষ করে মদবিরোধী আন্দোলনে মহিলাদের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সভানেত্রী কমরেড শ্যামলী মুখার্জী এবং এস ইউ সি আই বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড রতন কর্মকার। কমরেড রতন কর্মকার নারীমুক্তির লক্ষ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উপযোগী রুচি-সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামের উপর কমরেড শিবদাস ঘোষ যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার উল্লেখ করেন। কমরেড সুমিত্রা পুরকায়েতকে সভানেত্রী এবং কমরেড কল্পনা ব্যানার্জীকে সম্পাদিকা করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

এ আই কে কে এম এস-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্মেলন

কৃষকদের জীবনের নানা দাবিতে এবং মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা সরকারের কৃষকবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কৃষকরা এ আই কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছে। ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের বিস্তৃতিও ঘটছে। গত ২৬-২৭ মার্চ চাণ্ডিলে এ আই কে কে এম এস-এর প্রথম ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ চাণ্ডিল স্টেশন থেকে কৃষকদের বিশাল মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে চাণ্ডিল মিড্‌ল স্কুল প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য সভায় যোগ দেয়। সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিউশঙ্কর এবং এ আই কে কে এম এস ঝাড়খণ্ড রাজ্য নেতা কমরেড বিমল দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্যই কীভাবে কৃষকরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে বক্তারা তার উল্লেখ করে এর দ্রুত অবসান ঘটানোর জন্য কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে আন্দোলনকে তীব্রতর করার আহ্বান জানান। ২৭ মার্চ প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। কমরেড রামলাল মাহাতোকে সভাপতি ও কমরেড সীতারাম টুডুকে সম্পাদক করে ২৫ সদস্যের এ আই কে কে এম এস-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

কমরেড অম্বর নস্করের জীবনাবসান

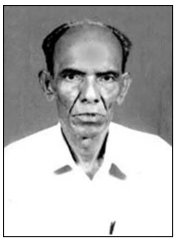

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চলের এস ইউ সি আই দলের বিশিষ্ট সংগঠক, উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কমরেড অম্বর নস্কর গত ২৪ মার্চ ভোর ৪টা ১০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এস ইউ সি আই-এর বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মী-সংগঠক, বিভিন্ন ক্লাব ও নানান রাজনৈতিক দলের কর্মী-নেতা-সংগঠক তাঁর বাড়িতে সমবেত হন। বিকাল ৩টায় তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় এবং অসংখ্য মানুষ তাঁকে শেষবারের মত দেখতে আসেন।

'৪৮ সালে দলের প্রতিষ্ঠার পর দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে তরুণ বয়সে যে সমস্ত কর্মী আত্মনিয়োগ করেছিলেন কমরেড অম্বর নস্কর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১ এপ্রিল উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত কমরেড অম্বর নস্করের স্মরণসভায় দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান বলেন, 'আমার সঙ্গে কমরেড অম্বর নস্করের পরিচয় ১৯৪৯ সালে। জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেইসময়ে সংগঠনের কাজে আমাদের পাঠালে কমরেড অম্বর নস্কর দায়িত্ব নিয়ে বাসন্তী এলাকায় যান এবং কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, সেদিন দলের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন খুবই করুণ ছিল, তখন অম্বর নস্করের বাড়িতে আমরা দীর্ঘদিন ছিলাম এবং একত্রে কাজ করতাম। একটা জিনিস আমি দেখেছি, কমরেড অম্বর নস্কর যা সত্য বলে মনে করতেন তা পালন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁকে স্মরণ করতে গেলে আমাদের আপনাদের সকলকেই এই শপথটাই নিতে হবে যে, যা সত্য বলে মনে করব বা বুঝব, তাকে পালন করব, কোন রকম ভয়ভীতিতে তাকে ত্যাগ করব না।'

এই স্মরণসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ক্লাব ও সমাজসেবী সংগঠন প্রয়াত কমরেড নস্করের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন। দলের বিভিন্ন অঞ্চল কমিটি ও গ্রাম কমিটির পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। স্মরণসভার সূচনা করেন আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অমর দাস। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কমরেড আয়ান আলি মোল্লা বলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা যদি আমাদের পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলেই স্মরণসভার যথার্থ তাৎপর্য পালিত হবে।

কমরেড অম্বর নস্করের স্মৃতির প্রতি বৈপ্লবিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, 'যে স্বপ্ন নিয়ে কমরেড অম্বর নস্কর তরুণ বয়সে এই জেলায় বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সফল করে তোলার মাধ্যমেই আমরা তাঁকে যথার্থভাবে সম্মান জানাতে পারি। দীর্ঘ রোগভোগের যন্ত্রণা সত্ত্বেও কমরেড অম্বর নস্কর দলের কাজকর্মের খোঁজ করতেন। বিশেষ করে দলের কর্মীরা যখন নির্বাচনী সংগ্রামে ব্যস্ত সেই সময়ে তিনি অঞ্চলের কাজকর্মের খোঁজ রাখতেন। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যাবেলাতেও তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি যে সমস্ত কর্মীসভা হয়েছে, বিস্তারিতভাবে তার খোঁজ খবর নিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে দল একজন প্রবীণ সংগঠককে হারাল। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের জেলা কমিটি রক্তপতাকা অর্ধনমিত করে।

কমরেড অম্বর নস্কর লাল সেলাম

কমরেড আকচার সরদারের জীবনাবসান

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা অঞ্চলের পাঙ্গাশখালী গ্রামের প্রবীণ বর্গাচাষী কমরেড আকচার সরদার দীর্ঘ রোগভোগের পর ৮০ বৎসর বয়সে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড আকচার সরদার '৬৭ সালে এস ইউ সি আই এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং বর্গাচাষী হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ অনুযায়ী জোতদারের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করে জমিতে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যেতেন। বর্গাচাষীদের আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁকে জোতদারদের, পুলিশের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে বহুদিন। কমরেড সরদার তাঁর পরিবারের সকলকে দলের সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি একজন লড়াকু কর্মীকে হারাল।

কমরেড আকচার সরদার লাল সেলাম

এ আই ডি ওয়াই ও'র নেতৃত্বে শিলিগুড়িতে মদবিরোধী আন্দোলন সফল

সিপিএম সরকার ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়ায় শিলিগুড়ি শহরের রথখোলা বাজারে মদের ব্যবসা জাঁকিয়ে বসে। সেইসঙ্গে চলে জুয়ার আড্ডা, নানা অসামাজিক কাজকর্ম। ফলে পাড়ার মহিলারা নিরাপত্তার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মহিলারা এই মদের আড্ডা বন্ধের দাবি জানান। তাদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে মদব্যবসায়ীরা বলেন, 'পাড়ার নেতা ও পুলিশ আমাদের কেনা।' এমতাবস্থায় এলাকার বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ায় যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও। এলাকার এক হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ১৩ মার্চ এক্সাইজ অফিসার এবং অ্যাডিশনাল এস পি'র কাছে ডেপুটেশন দিয়ে মদের দোকান উচ্ছেদের দাবি জানানো হয়। এলাকার যুবক ও মহিলারা মিছিল করে শিলিগুড়ি কোর্ট চত্বরে আসেন এবং জেলাশাসককেও ডেপুটেশন দেন। এই আন্দোলন প্রবল জনসমর্থন লাভ করে এবং সিপিএম সরকারের 'মদ্যপ্রসার নীতি'র বিরুদ্ধে ধিক্কার ওঠে। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ অনুপ বিশ্বাস, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, শোভা কার্যী প্রমুখ। আন্দোলনের চাপে পুলিশ হানা দিয়ে মদের বোতলগুলি তুলে আনতে বাধ্য হয়।

৩০ বছরের শাসনে কার উন্নয়ন হয়েছে সিপিএম তা বলছে না

(এবারের নির্বাচনে সিপিএম নেতৃত্ব উন্নয়নের স্লোগান তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। সিপিএমের ৩০ বছরের শাসনে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, আইন- শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা — সর্বক্ষেত্রে যে চরম দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। গণদাবীর ৫৮ বর্ষ, ৩১ ও ৩২ সংখ্যায় যথাক্রমে শিল্প ও কৃষির কী হাল তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সংখ্যায় অন্যান্য কিছু বিষয় তুলে ধরা হল।)

দারিদ্র্য দূরীকরণে বামফ্রন্ট ব্যর্থ

"রাজ্য থেকে দারিদ্র্য দূর করতে বাম সরকার ব্যর্থ বলে কার্যত স্বীকার করে নিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। তাঁর কথায়, এবার আমরা অভাবী মানুষের জন্য ভাবতে শুরু করেছি।

"তিনি বলেন, বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা। বাড়ছে কাজের নিরাপত্তাহীনতা। রাজ্যে ৪৬ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। ঘরে ঘরে জ্বালানোর মতো সামান্য কেরোসিন তেলটুকু তাঁরা জোগাড় করতে পারেন না।" (আনন্দবাজার, ২৭-২-০৬)

অনাহারে মৃত্যু

"১৯৮৮-২০০৬, এই ১৮ বছরে অনাহার, অসুস্থতা এবং বেকারীর গ্লানিতে বেনি লিমিটেডের ১৩০৬ জন শ্রমিকের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ৪০০ জন।" (সংবাদ প্রতিদিন, ১২-১-০৬, কমল ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন)

"চলতি বছরেই রাজ্য সরকার একটি ব্লক ভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়েছিল। সেই সমীক্ষাতে জানা গিয়েছে, রাজ্যের ৪,৬০৪টি গ্রামে বছরে ২/৩ মাস অনাহারের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ...ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন তাদের রিপোর্টে বলেছে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের ৭.৪ শতাংশ পরিবার বছরে এক থেকে তিনমাস পর্যন্ত রোজ একবেলাও খেতে পায় না... খেতে না-পাওয়া গরিব মানুষদের খয়রাতি সাহায্য বাবদ খোদ রাজ্য সরকারের বরাদ্দই খরচ হয়নি। ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে এই বাবদে ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। খরচ হয়েছিল ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৪৬ টাকা। তারপর থেকে বরাদ্দ ক্রমশ কমেছে। চলতি বছরে বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ১০ লক্ষ টাকা।" (বর্তমান, ১৪-৬-০৫)

চাষীদের কথা সরকার ভাবছে না

"এ প্রশ্ন তোলা কি অপরাধ হবে, কেন নিয়ম মতো টাকা জমা দিয়েও সেচের জল পাওয়ার ব্যাপারে গ্যারান্টি মিলবে না? চাষের মরশুমে সেচের পাম্পে বিদ্যুতের জোগান কেন সুনিশ্চিত হবে না? কেন শুনতে হবে, বিদ্যুৎ পর্ষদের ভাঁড়ারে যথেষ্ট সংখ্যায় ট্রান্সফর্মার নেই, তাই বহু অচল ট্রান্সফর্মার বদলে দেওয়া যাচ্ছে না। অথবা, হাজার হাজার চাষী নিজের বসানো স্যালোতে কী কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন না? আবার, ট্রান্সফর্মার আছে, সংযোগ মিলেছে, কিন্তু ভরা মরশুমে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন দফায় দফায় লোডশেডিং আর লো-ভোল্টেজের দাপটে চোখের সামনে ভরা খেত কেন ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে? ফসল বাঁচাতে সেচের জল নিয়ে কেন বিবাদ-বিসম্বাদ, এমনকী মারামারি-খুনোখুনি পর্যন্ত হবে? সেচের জল দেওয়া নিয়েও পার্টিবাজি হবে কেন?"

"...রাজনৈতিক তাঁবেদারি না করলে অথবা নেতাদের অন্যায় আবদার না মেটাতে পারলে কেন কথায় কথায় মজুর বয়কট? মজুর বয়কটের কারণে কখনও ঠিক সময়ে চাষ শুরু করা যাবে না, কখনওবা পাকা ফসল সময় মতো তোলা যাবে না কেন?"

"শুধু তাই নয়, সারের দাম বাড়বে, বীজের দাম বাড়বে, বিদ্যুতের মাশুল বাড়বে...এতসব মিটিয়েও চাষ করে ন্যায্য দামে ফসল বিক্রির ব্যাপারটায় কেন নিশ্চয়তা থাকবে না? এক্ষেত্রে কর্তাদের কি সত্যিই কিছু করার নেই...? কেন, চাষের মরশুমে লাগাতার লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ চাষীরা প্রতিকারের দাবিতে পথে নামলে পুলিশের লাঠি-গুলির সামনে পড়বেন? কেন এজন্য দোষীদের কোনও শাস্তি হবে না?"

"আমাদের এই রাজ্যে ফসল বিক্রির মূল রাশটা ধরা থাকে একদল ফড়ের হাতে। সাধারণ মানুষের দেওয়া ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা দিয়ে রাজ্য সরকার ফসল কিনতে নামে। কিন্তু কখন? ধান কেনার ক্ষেত্রে চাষীর চেয়েও একদল চালকল মালিক আর ফড়ের স্বার্থরক্ষার দিকেই সরকারি কর্তাদের নজর থাকে বেশি। তাই, সরকারি টাকায় ধান বা চাল কেনার সুফল চাষীরা অতটা পান না। অথচ, চাষ না করেই কেবলমাত্র নেতাদের খুশি রেখেই ফড়ে আর চালকল মালিকরা অধিকাংশ শাঁস খেয়ে নেয়। এতে বাংলার চাষের কতটা উপকার হয়?" (বর্তমান ২৮-১২-০৫, মোসারফ হোসেনের প্রতিবেদন)

পশ্চিমবঙ্গে চাষীর আত্মহত্যা

"বর্ধমানের মেমারির আলুচাষী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঋণের জালে জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা করেছেন বর্ধমানের জামালপুরের আলুচাষী সৈফুদ্দিন চৌধুরী" (বর্তমান, ৮-৩-০৪)। উপযুক্ত দাম না পেয়ে কোচবিহারের করলা চাষী রামেশ্বর বর্মন, বর্ধমানের কালনার আলুচাষী যুধিষ্ঠির দেবনাথ, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার আলুচাষী শিবহরি চৌধুরী আত্মহত্যা করেছেন।

বামফ্রন্টের উন্নততর শাসনে পশ্চিমবঙ্গ দেউলিয়াত্বে দ্বিতীয়

২০০৪ সালেই সরকারি দেনার দায় রাজ্যের জিডিপি'র ৫২ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। দেউলিয়াত্বে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়।

শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড ৩৮৪.১১ কোটি টাকা যা ভারতে সর্বশীর্ষে।

রাজ্যের জিডিপির ২.৫৬% শিক্ষায়, ০.৭২% স্বাস্থ্য ও পানীয় জলে বরাদ্দ হয়। (বর্তমান, ৩১-১২-০৫, গৌরশঙ্কর দত্তের প্রতিবেদন)

আভ্যন্তরীণ ঋণে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় (সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস্, ১১-৪-০৬)

গরিবের উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকার কি সত্যিই আন্তরিক?

"পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের ১৯টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলা বছরে ১০ দিনেরও কম কাজ পেয়েছে। কোনও কোনও জেলায় তা বছরে মাত্র আড়াই দিন। এই প্রকল্পের ১২৫ কোটি টাকা (২০০৪-০৫ সালে) রাজ্য সরকার খরচই করতে পারেনি। এই প্রকল্পে ...চাল, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের প্রাপ্ত কোটার ৪৬ ভাগ তুলতেই পারেনি এ রাজ্য।" (বর্তমান, ১৪-৬-০৫)

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের কাহিনী মন্ত্রীর কথাতেই শুনুন

* হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগী গেলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করা হয় না। অক্সিজেন পাওয়া যায় না। বেড নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া অব্যাহত। জেলা হাসপাতাল লিখে শহরে রোগী পাঠালেও শহরের মেডিক্যালে ভর্তি হচ্ছে না।

* সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ জেলার অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সবসময় অমিল।

* এক্সরে বা রক্ত পরীক্ষার জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। ইউ এস জি করার জন্য কমপক্ষে ছয়মাস এবং সিটিস্ক্যান করার জন্য মোটা টাকা লাগছে।

* জেলার অধিকাংশ সাবসেন্টার খাতা-কলমে থাকলেও বাস্তবে বাড়ি বা ডাক্তারের কোনও অস্তিত্ব নেই।

* বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় কেনা যন্ত্রপাতি বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে।

(সংবাদ প্রতিদিন, ১৯-১-০৬, মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র ও কৃষ্ণকুমার দাসের সাক্ষাৎকার)

শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান অষ্টাদশ

* রাজ্যের ৫০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০,৪৬৮টি বিদ্যালয় এবং ৩,৮২৪টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার নেই, ৯,৩১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৫২২টি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল নেই।

* এক শিক্ষকযুক্ত স্কুল ৩,০৪৬টি

* এক কক্ষ বিশিষ্ট স্কুল ১০,০৯৪টি।

(বিধানসভার শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের দশম রিপোর্ট, দৈনিক স্টেটসম্যান, ২৪-২-০৬)

* ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হওয়া ৮২ শতাংশ শিশু মাধ্যমিকের আগেই স্কুল ছাড়ে। (বর্তমান, ৩১-১২-০৫)

* রাজ্যে ২,৩৮৩টি জুনিয়ার হাইস্কুলের মধ্যে কোন ক্লাসরুম নেই ৪৩টির এবং চালাঘরে ক্লাস হয় ১২৮টিতে। (বর্তমান, ২৯-৭-০৩)

* ২০০২-২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ৩৫৪টি। প্রায় সমজনসংখ্যার অন্ধ্রপ্রদেশে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ১,১৯৭টি। (বর্তমান, ১০-১২-০৫, গৌরীশঙ্কর দত্তের বিশেষ নিবন্ধ)

* শিক্ষকের বেতন ঠিকমত দেওয়া হয় না

* ডক্টরেট করলে পদোন্নতি (রিডার) হয়, কিন্তু ১২ বছরেও বাড়তি বেতন পাওয়া যায় না।

* কলেজে একটা বিভাগে তিনজন অবসর নিলেও ফুলটাইম শিক্ষক নেওয়া হয় না।

* পার্টটাইম শিক্ষকের বেতন দেওয়া হয় মাসে ৪০০ টাকা।

* সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গ এখন ১৯ নম্বর রাজ্য। (২০০১ সালের জনগণনা সমীক্ষা, আনন্দবাজার ২২-১-০৬)

গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী সুশীলকুমার সিন্ধে ২৬ ফেব্রুয়ারি ফারাক্কায় এনটিপিসি'র একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বলেন, "বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রীকে এ'কথাটা শুনতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণে অনেক পিছিয়ে আছে।"

মুখ্যমন্ত্রী নিজের বক্তব্যে বলেন, "এরাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম।" (আনন্দবাজার, ২৭-২-০৬)

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দামও অত্যন্ত বেশি

বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিদ্যুতের দাম অত্যন্ত চড়া হারে বেড়েছে। সিইএসসি এলকায় নিম্নবিত্ত গ্রাহকও দামবৃদ্ধির কারণে চূড়ান্ত অসহায়। গ্রামের অধিকাংশ ঘরই বিদ্যুৎবিহীন। কৃষিক্ষেত্রে মিটার ব্যবস্থার প্রচলন করা যায় নি। কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম দেওয়া বহু কৃষকেরই অসাধ্য। (সংবাদ প্রতিদিন, ২৫-১-০৬, বিদ্যুৎমন্ত্রী ও শৈবাল বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার)।

চারের পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে বাসভাড়া অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি

দিল্লি	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
চেন্নাই	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
কর্ণাটক	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
গৌহাটি	—	৩.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
অন্ধ্রপ্রদেশ	—	২.৫০ টাকা প্রথম স্টেজ
পাটনা	—	৩.০০ টাকা ৬ কিমি পর্যন্ত
ত্রিবান্দ্রম	—	২.৫০ টাকা প্রথম স্টেজ
আমেদাবাদ	—	১.০০ টাকা প্রথম স্টেজ

আর পশ্চিমবঙ্গে? বাসে উঠলেই — ৪.০০ টাকা।

পঞ্চায়েতি করবৃদ্ধিতে বামফ্রন্টের জুড়ি নেই

বিষয়	আগে যা ছিল	বর্তমানে যা হয়েছে বছরে
১। বাইসাইকেল	কর ছিল না	৫.০০ টাকা
২। রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ি, গরু-মহিষ, ঘোড়ার গাড়ি	„	২.০০ টাকা
৩। ট্রাক্টর	„	১৫০.০০ টাকা
৪। মাছ/মুরগি চাষ, ধানকল, বরফকল, করাত কল	„	২৫০.০০ টাকা
৫। টেলিফোন বুথ/জেরক্স কেন্দ্র	„	১০০.০০ টাকা
৬। গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা	„	১৪৪.০০ টাকা
৭। ছাগল, ভেড়া, বাছুর	„	৭২.০০ টাকা
৮। মৃতদেহ সৎকার ঃ কবর/শ্মশান	„	৫০.০০ টাকা
৯। পোষা কুকুর, পাখি, গৃহপালিত জন্তু	„	১০.০০ টাকা
১০। কৃষিজমির মিউটেশন	দরখাস্ত পিছু ৭৫ পয়সা	একরে ১০০.০০ টাকা
১১। অকৃষি জমির „	„	„ ২০০.০০ টাকা
১২। অবাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণীপরিবর্তন	„	একরে ১০০০.০০ টাকা
১৩। বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণীপরিবর্তন		একরে ২০০০.০০ টাকা
১৪। বাণিজ্যিক ফসলের জন্য ব্যবহৃত জমির খাজনা ও সেস	৫ টাকা	একরে ৭৪৪.০০ টাকা

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সচিব মানবেন্দ্র রায়ের আদেশনামা No. 3644 PN/O/1/3/R-3/2001।

৩০ বছরের শাসনে কার উন্নয়ন হয়েছে সিপিএম তা বলছে না

রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে সরকার যতই ঢাকঢোল পেটাক, বাস্তবে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারি বরাদ্দ কমছে। সরকার অর্থাভাবের যতই অজুহাত দিক, বাস্তবে বিভিন্ন দপ্তরে সরকারি টাকা তছরূপ, আত্মসাৎ এবং অপচয়ের বন্যা বইছে। সেই অপচয়েরই অতি সামান্য নমুনা ধরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট রিপোর্টে। এই রিপোর্ট বলছে —

১। দুধ বিতরণে বিভাগীয় ভ্যানগাড়িগুলির ৫০ শতাংশ ব্যবহার করতে না পারায় কলকাতার সেন্ট্রাল ডেয়ারির ক্ষতি	১·০১কোটি টাকা
২। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও পুরুলিয়া জেলা হাসপাতালে অপচয়	১·০২ কোটি টাকা
৩। রাজারহাট নিউটাউন প্রকল্পের ঋণের সুদ বাবদ ভর্তুকি	২৭·০৭ কোটি টাকা
৪। আইনের তোয়াক্কা না করে মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষতি	১·২৭ কোটি টাকা
৫। অর্ডার দেওয়া ত্রিপল না নেওয়ায় ত্রাণদপ্তরের ক্ষতি	৯৯·০৩ লক্ষটাকা
৬। নিম্নমানের আলু কেনা ও দেরিতে বিক্রি করায় বেনফেডের ক্ষতি	৭৪·৬৯ লক্ষটাকা
৭। ভাইরাস আক্রান্ত পশু আমদানি করায় ক্ষতি	৮৩·০৫ লক্ষটাকা
৮। আলিপুর সরকারি ছাপাখানায় এক মামলা তদারকিতে বিলম্বের জন্য নিষ্ফল ব্যয়	৬২·৬৫ লক্ষটাকা
৯। হাওড়া জেলায় খাবার অযোগ্য মিড-ডে মিলের চাল সংগ্রহের জন্য ক্ষতি	৩৪·৫৪ লক্ষটাকা
১০। রাজ্য সরকারের রাজপথ মণ্ডল ৫-এ দূরত্বের কারচুপি করে ঠিকাদারদের বাড়তি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে	৯৪·৫৮ লক্ষটাকা
১১। নির্বাহী বাস্তুকারেরা চুক্তির শর্ত না মেনে ঠিকাদারদের পাইয়ে দিয়েছে	৫·৪৭ কোটি টাকা
১২। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃক বন্যারোধ ও বনাঞ্চল ক্ষয়রোধে বাঁধের কাজ অসমাপ্ত রাখায় নিষ্ফল ব্যয়জনিত ক্ষতি	৬৬·৪৩ কোটি টাকা
১৩। দীঘায় নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীর প্রকল্প পরিবর্তন করায় অপচয়	৪·৬৩ কোটি টাকা
১৪। সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে গাড়ি ভাড়ায় অনিয়মিত ব্যয়	১·০৮ কোটি টাকা
১৫। জাতীয় সড়কের কাজে অধিগৃহীত জমির মালিকদের জন্য ক্রীত জমি কাজে না লাগায় ক্ষতি	১·১৫ কোটি টাকা
১৬। জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস অমান্য করে তহবিলের অপব্যবহার	১·৬৪ কোটি টাকা
১৭। ট্রেজারি আইন না মেনে আদায়ীকৃত রাজস্ব সরকারের ঘরে জমা না দেওয়া এবং তার থেকে খরচ	১·০৪ কোটি টাকা

জনগণের টাকা তছরূপের তালিকায় আরও বহু বিষয় আছে।

[ক্যাগ রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৩-০৪]

তিনের পাতার পর

শহরাঞ্চলে জল থেকে জঞ্জাল — সবেতেই ট্যাক্স

"শহরাঞ্চলে পানীয় জল, রাস্তা ব্যবহার ও জঞ্জালের গাড়ির জন্য এবার থেকে বাসিন্দাদের টাকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।" (বর্তমান, ৮-২-০৬)

প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি

ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, তোষামোদ, অনিয়ম, উৎকোচ ইত্যাদি সিপিএম প্রশাসনের অঙ্গভূষণ। সরকারি দপ্তরে জনসাধারণের ভোগান্তির শেষ নেই।

ডিআই অফিসে ঘুষ, উৎকোচের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান

কেবলমাত্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা বিভাগের (ডিআই অফিসের) ঘুষ উৎকোচের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান নিম্নরূপ ঃ-

১। আর্থিক বৎসরের শেষে পিএফ চেকিং-এর সময়।
২। আর্থিক বৎসরের শেষে। গ্রান্ট ইন এইড চেকিং-এর সময়।
৩। পি এফ ডিপোজিট-এর ফর্ম-ভি ফেরত নেওয়ার সময়।
৪। প্রতি মাসে বেতন বিল জমা দেওয়ার সময়।
৫। অশিক্ষক কর্মচারীর নতুন পদ অনুমোদনের সময়।
৬। অশিক্ষক কর্মচারীর প্রায়র-পারমিশনের সময় (বৃহৎ অঙ্কের উৎকোচ)।
৭। শিক্ষকশূন্য পদের তালিকা এসএসসির শাখা কার্যালয়ে পাঠানোর সময়।
৮। অশিক্ষক কর্মচারীর প্যানেল অনুমোদনের সময় (বৃহৎ অঙ্কের উৎকোচ)।
৯। পেনশন সংক্রান্ত কাগজ জমা দেওয়ার সময় (বৃহৎ অঙ্কের উৎকোচ)।
১০। শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীর পে ফিক্সেশনের সময়।
১১। স্নাতক শিক্ষকদের ১৮ বৎসর চাকুরির সুবিধা লাভের সময়।
১২। যে কোন ধরনের বকেয়া বিলের সময় (বকেয়া বিলের পরিমাণের ওপর উৎকোচের পরিমাণ নির্ভর করে)।
১৩। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই, বিদ্যালয় বা শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনামা ডিআই অফিস থেকে জেরক্স করে নিতে হয়। এই জেরক্স করে নেওয়ার সময়।
১৪। ডি আই অফিসে জমা দেওয়া যে কোনও ধরনের কাগজপত্রের সংশোধন বা অবজেক্শন থাকলে, তা সংশোধন বা জানার জন্যও।
১৫। শাসক রাজনৈতিক দলের নেতা, শিক্ষক নেতাদের শীর্ষে রেখে সংগঠিত ডিআই বা এ আই'দের সম্মেলনে জোর করে, ভয় দেখিয়ে চাঁদা নেওয়া।
১৬। এলপিসিতে কাউন্টার সহি করানোর সময়।
১৭। জেলা পরিবর্তনের সময় সার্ভিস বইতে কাউন্টার স্বাক্ষরের সময়।
১৮। পি-এফ অ্যাডভান্সের টাকা তোলার সময়।
১৯। অবসরের পর পিএফের টাকার চেক পাওয়ার সময়।
২০। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অ্যাপ্রুভাল অর্ডার ইত্যাদি টাইপ করার সময়।
২১। জিও নং ১১৫৮ সিই(এস) তারিখ ০৯-০৯-০৩ আদেশনামা বিকৃত করে শিক্ষকদের ডিগ্রি যোগ করার সময়। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১-৩-০৬)

দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়া
(গণদাবী ৫৮/১০ থেকে)

বুদ্ধদেববাবুর মরূদ্যান নারী-পাচারের স্বর্গরাজ্য

নারীপাচার এখন রাজ্যের সবচেয়ে লোভনীয় ব্যবসা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ইউ এস এডসের আর্থিক সহায়তায় দিল্লির ইন্সটিউট অব সোস্যাল সায়েন্সের এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, একজন নারী পাচারের জন্য পুলিশকে দিতে হয় ১০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা। এই রাজ্যের নারীপাচার চক্রের কেন্দ্রে রয়েছে কলকাতা। মুর্শিদাবাদের রানিনগরকে পাচারকবলিত এলাকা বলে ঐ সমীক্ষা চিহ্নিত করেছে। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ৫-৩-০৬)

নারী পাচার দারিদ্র্যেরই পরিণতি

কলকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সমীক্ষা করে বলেছে 'রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নারীপাচার দারিদ্র্যেরই পরিণতি। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নারীপাচার হচ্ছে। কিছু মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে মায়ানমার, তাইল্যাণ্ড বা সোনালি ত্রিভুজের কোন অংশে — বলেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষিকা সঞ্চারী রায় জানান, এই অঞ্চলে নারীপাচারের দিক থেকে সবচেয়ে উপরে আছে আলিপুরদুয়ার এবং উত্তরদিনাজপুরের বিন্দোল। দু'জনেরই বক্তব্য কোন্ অঞ্চলে কত নারী পাচার হচ্ছে তা নিয়ে পুলিশের কাছে কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। একই মন্তব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার-এর প্রধান ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের। (আনন্দবাজার, ২৪-২-০৬)

রাজ্য সরকারের মদ-নীতি, বারনীতি — আইনশৃঙ্খলার অবনমন

"পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮ কোটি। প্রাপ্তবয়স্ক ৬ কোটি। প্রতি ১০ হাজার মানুষ পিছু একটি মদের দোকান ও বার খোলার কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। সেই অনুসারে ছয় কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য ৬ হাজার মদের দোকান ও বার থাকার কথা। কিন্তু এ পর্যন্ত ৩০০০ মদের দোকান ও বার খুলতে পেরেছে সরকার।

"পশ্চিমবঙ্গে আরও ৩০০০ মদের দোকান ও বারের লাইসেন্স দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।" (আনন্দবাজার, ১৭-২-০৬)

নেশার ওষুধ না পাওয়ায় দোকানদারকে পিটিয়ে খুন

বারাসত সদরে ওষুধের দোকানে এসে ওষুধ চেয়ে না পাওয়ায় ওষুধের দোকানদার হরপ্রসাদ দাসগুপ্তকে (৬০) বাইরে ডেকে এনে দোকানের সামনে ফেলে পিটিয়ে খুন করল স্থানীয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বারাসতের ৫নং পাল্লাঝিলের শ্রীপল্লীতে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, কিছুদিন আগে হরপ্রসাদবাবু বলেছিলেন, রাতের দিকে নিষিদ্ধ ওষুধের জন্য দুষ্কৃতীদের হামলা লেগেই থাকতো। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৭-১২-০৫)

মানুষের অধিকার পদদলিত

এখানে পুলিশের হাতে কাস্টডি ডেথ এখন জলভাত।...১৯৯৭ সালে সুপ্রিমকোর্ট, ধৃত মানুষের অধিকারের অনুকূলে পুলিশের অবশ্যকরণীয় ১২টি ধারার এক নির্দেশনামা জারি করেছিল এবং তার কপি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রসচিব ও উচ্চপদের পুলিশ কর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল সেগুলোর যথাযথ পালনের ব্যবস্থার জন্য।... পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এসব নির্দেশের তোয়াক্কা করে না। এমনকী যে বিচারকের কোর্টে ধৃত ব্যক্তিকে তোলা হল তিনিও খতিয়ে দেখলেন না — পুলিশ সুপ্রিমকোর্টের নির্ধারিত নিয়মগুলি গ্রেপ্তারের সময় ও পরে মেনে চলেছে কিনা। এমন অবস্থার ফলেই নৈহাটির ভিখারি পাশোয়ানকে পুলিশ ভ্যানিস করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ...সুপ্রিম কোর্টের ঐ নির্দেশাবলীর শেষবাক্যে বলা আছে — এই নির্দেশাবলীর যেকোনও ধারা অমান্য করলে পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায় বর্তাবে। এর উত্তরে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কথারই পুনরুক্তি করতে হয়; "এরাজ্যে আইন মেনে চলার কোনও প্রবণতা নেই।" ...এটা ঘটছে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে পুলিশের দুর্বৃত্তায়ন হাত ধরাধরি করে চলছে বলে। তবে পুলিশদের দ্বারা পুলিশ অফিসার বাপি সেনের খুনের ঘটনাকে পুলিশি দুর্বৃত্তায়নের এক চরম পরিণতি বলা যায়।"

(দৈনিক স্টেটসম্যান, ৪-৩-০৬, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন প্রফেসর ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন।)

শিল্পপতিদের জন্য সিপিএম সরকার দরাজহস্ত

"ভোটের মুখে রাজ্যের ছোট-বড় শিল্পপতিদের খুশি করতে বকেয়া ইনসেনটিভ খাতে অর্থদপ্তর একলপ্তে ১৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করল। ...বিদ্যুৎ বিলেই ছাড়...৮০ কোটি টাকার মতো। ...বার্নপুরের ইসকোর ক্ষেত্রে সাড়ে চারশো কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে।" (বর্তমান, ২৪-২-০৬)

সিপিএম সরকার পুঁজিপতিদের দরকার

অবাধ বিনিয়োগ, অবাধ ঋণ, সব ধরনের কর ছাড়, নিঃশুল্ক সুবিধা, শ্রম শোষণের যথেচ্ছ অধিকার এবং শ্রমিক আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশের জন্য সিপিএম সরকার পুঁজিপতিদের দরকার। অন্যদিকে পুঁজিপতিদের সঙ্কটের সমস্ত বোঝা শ্রমিক-কৃষক-খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে জীবন বিপর্যস্ত করার এই ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার জন্য জনগণের প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। এস ইউ সি আই সেই আন্দোলনেরই শক্তি।

সিপিএমকে ভোট দেওয়ার অপরাধেই কি বিদ্যুতের দাম বেশি দিতে হবে?

কৃষি বিদ্যুতের মাশুল কোন রাজ্যে কত

রাজ্য	কৃষি (ইউনিট)
অন্ধ্রপ্রদেশ	২.৫ একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় অন্যান্যদের ২০ পয়সা
তামিলনাড়ু	২.৫ একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় অন্যান্যদের ২০ পয়সা
পাঞ্জাব	২৫ পয়সা
হরিয়ানা	৫০ পয়সা
গুজরাট	৫০ পয়সা
মহারাষ্ট্র	১১০ পয়সা
রাজস্থান	৯০ পয়সা
হিমাচল প্রদেশ	৫০ পয়সা
কর্নাটক	৪০ পয়সা
দিল্লি	১২৫ পয়সা
ওড়িশা	১১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গ	১০,৯০০ টাকা বার্ষিক (ইউনিট প্রতি প্রায় ৩৫০ পয়সা) (১৯৯১-৯২ সালে ১১০৪ টাকা)

(সূত্র ঃ অ্যাবেকা বুলেটিন, ২২-১২-০৫)

ইউপিএ সরকারকে সমর্থনের নেপথ্যে জনস্বার্থ নেই

দু'বছর আগে এনডিএ সরকারের যখন পতন ঘটে তখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, যে নীতিতে তারা দেশ চালিয়েছে তাতে দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফা বিপুল পরিমাণে বেড়েছে, অন্যদিকে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে সর্বনাশ। এই অভিযোগটি সেদিন দেশজুড়ে ফলাও করে প্রচার করেছিলেন একদিকে কংগ্রেস ও অন্যদিকে সিপিএম নেতারা। নির্বাচনে এনডিএ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল। ক্ষমতাসীন হয়েছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার। কিন্তু সংসদে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সাম্প্রদায়িকতার জুজু দেখিয়ে সেদিন পরম মিত্রের মতো তাদের দিকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সিপিএম এবং এ রাজ্যে ফ্রন্ট সরকারের শরিক সিপিএমের সহযোগী দলগুলি। এই সরকারের প্রাণভোমরা বলে নিজেদের ঘোষণা করে সিপিএম দাবি করেছিল, তারা উঠতে বললে এই সরকার উঠবে, বসতে বললে বসবে। ইতিমধ্যে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের দু'বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বিচার করে দেখা যাক, এই সময়ে ইউপিএ জনস্বার্থ রক্ষায় এনডিএ অপেক্ষা কী পৃথক ভূমিকা পালন করেছে।

তারা কি এনডিএ অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতি অর্থাৎ উদারীকরণ-বেসরকারীকরণের নীতি পরিত্যাগ করেছে? তারা কি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি জলের দামে বেসরকারি সংস্থার কাছে বেচে দেওয়া বন্ধ করেছে? না, এর কোনটিই তারা করেনি। বরং আরও বেপরোয়াভাবে এই নীতি তারা কার্যকর করে চলেছে। তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের পি এফের সুদের হার সাড়ে নয় শতাংশ থেকে কমিয়ে সাড়ে আট শতাংশ করেছে। সর্বশেষ তারা এমনকী ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্পের সুদও কমিয়েছে, এখন আরও কমানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্যাঙ্ক, বিমা ও খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রগুলি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের জন্য আরও বেশি করে খুলে দিয়েছে। দেশের বিমানবন্দরগুলিকেও বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। শ্রম আইন সংস্কারের নামে শ্রমিকদের অধিকার হরণ ও ছাঁটাই-এর অবাধ অধিকার মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। সম্প্রতি রেলে ৭০ হাজার শূন্যপদ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে, ফলস্বরূপ জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠছে।

বিদেশনীতির প্রশ্নেও ইউপিএ এনডিএ অপেক্ষা অধিকতর মার্কিন ঘেঁষা নীতি নিয়ে চলছে। দেশের মানুষের দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যকে পদদলিত করে মানবসভ্যতার চরমতম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলেছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পরমাণু নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভায় ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের পক্ষে ভারতের ভোটদান এবং বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসসৃষ্টির নায়ক, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে ভারতে আমন্ত্রণ, ভারতের মার্কিন ঘেঁষা নীতির জঘন্য নজির।

তাহলে এনডিএ'র সাথে ইউপিএ'র পার্থক্য কোথায়? এনডিএ'র নীতিকে জনবিরোধী আখ্যা দিয়েই তো সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলি ইউপিএ-কে সমর্থন করেছিল। এক্ষেত্রে ইউপিএ সরকারের প্রাণভোমরা বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত সিপিএমের ভূমিকাই বা কী? তারা কি ইউপিএ-র জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে? জনমুখী নীতি নিতে সরকারের ওপর কোনও কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে? না, বাস্তবে তারা এপর্যন্তই যায়নি। তারা সবসময়েই ইউপিএ সরকারের সাথে বোঝাপড়ার নীতি নিয়ে চলছে। অর্থাৎ ইউপিএ'র সিদ্ধান্তগুলিকে তাঁরা ভেতরে সমর্থন করে এসে বাইরে জনগণের সামনে বিরোধিতার ভান করছে — কখনও কখনও জঙ্গি বিবৃতিও দিচ্ছে। বিবৃতিতে সিপিএম কিছু সমালোচনা করলেও বাস্তবে সবসময়েই তা ইউপিএ-কে পাঁচ বছর সমর্থনের গ্যারান্টি প্রদানের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে। তাই তাদের এই অন্তঃসারশূন্য জঙ্গিয়ানায় কংগ্রেস নেতারাও এখন আর বিশেষ উদ্বিগ্ন হন না। তাছাড়া কংগ্রেস নেতারা প্রতিদিনই দেখছেন, তাদের অনুসৃত যে উদারীকরণের নীতির বিরুদ্ধে সিপিএম মঞ্চে উঠে সভা গরম করে, সেই উদার আর্থিকনীতিই পশ্চিমবাংলায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার দক্ষতার সাথে কার্যকর করছে। ফলে উদারীকরণের বিরোধিতা করার কোনও নৈতিক অধিকার সিপিএমের নেই। একথা বুঝে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে।

স্বাভাবিকভাবেই দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ দানা বাঁধছে। পাশাপাশি সিপিএমের ভূমিকা নিয়েও যেমন জনমনে, তেমনই দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠছে। সেই প্রশ্নের সামনে পড়েই সিপিএম নেতারা কুযুক্তির জাল বিস্তার করে ইউপিএ-কে সমর্থনের পক্ষে অর্থহীন নানা ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন।

সিপিএম নেতৃত্ব প্রথম থেকেই বলে আসছেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে দেশের স্বার্থেই এই সরকারকে সমর্থন করা প্রয়োজন। তাই সরকারের চরিত্র চূড়ান্ত জনবিরোধী, একথা জানা সত্ত্বেও তাঁরা এই সরকারকে সমর্থন করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, একটি চূড়ান্ত জনবিরোধী সরকারকে সমর্থনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা বা দেশের স্বার্থরক্ষা করা কি সম্ভব? তাছাড়া মানুষ জানে যে স্বাধীনতার পর কংগ্রেস আমলে শত শত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। বিতর্কিত রামমন্দিরের তালা খুলিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ড দর্শকের মতো দেখেছিল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন নরসিমহা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার। এমনকী ইউপিএ আমলেই আলিগড়ে সম্প্রতি দাঙ্গা হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় না থাকলেও আজও জাতীয় স্তরে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে প্রধান শক্তি এবং পার্লামেন্টের বিরোধী দল। ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার দ্বারা জনগণ থেকে তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কতটুকু বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন সিপিএম নেতৃত্ব? যে জনবিরোধী ইউপিএ সরকারকে সিপিএম সমর্থন করছে, সেই সরকার যদি এভাবে চূড়ান্ত জনবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়েই যায় তাহলে আগামী নির্বাচনে জনগণ ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে এনডিএ-কেই ক্ষমতায় বসাবে না তারই বা নিশ্চয়তা কী? কংগ্রেস এবং বিজেপি দুটোই বুর্জোয়াশ্রেণীর দল। কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারালে বুর্জোয়ারাই বিজেপিকে উদারতার মুখোশ পরিয়ে ক্ষমতায় বসাবে। যেমন তারা আগে বসিয়েছিল। সেই কারণে বুর্জোয়া রাজনীতি-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করা যায় না। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মার্কস-এঙ্গেলস এবং মহান নেতা লেনিন থেকে শুরু করে কমরেড শিবদাস ঘোষ পর্যন্ত সকলে দেখিয়েছেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের শোষিত মানুষকে জড়িত করে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করার মধ্য দিয়েই একমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব, মানুষের মনের মধ্যে জমে থাকা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা জাতপাত প্রাদেশিকতা প্রভৃতি দূর করা সম্ভব। একথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, শোষিত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভাঙতে এবং নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে বুর্জোয়া দলগুলি এই সমস্ত প্রবণতাকে উস্কানিও দেয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতালোভী বামদলগুলিও কি পিছিয়ে আছে? আত্মসমীক্ষা প্রয়োজন। সুতরাং কিছু শুকনো বক্তৃতা আর চালাকির রাজনীতির মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা দূর হয় না। তীব্র মালিকী শোষণে ও অত্যাচারে জর্জরিত দেশের মানুষের বাঁচার দাবিতে গত দু'বছরে ক'টি গণআন্দোলন পরিচালনা করেছে সিপিএম? দেখা যাবে কোনও গণআন্দোলন পরিচালনা করা তো দূরের কথা, বরং পুঁজিবাদী নির্মম শোষণে জর্জরিত সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কর্মচারী যখনই কোন সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তখনই সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার মালিকশ্রেণীর স্বার্থে জনগণের সেই সমস্ত আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেছে। পরিণতিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে সাময়িকভাবে হলেও নেমে এসেছে হতাশা, উল্লসিত হয়েছে মালিকশ্রেণী। রেলধর্মঘট, ডাক ধর্মঘট, ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, চটশিল্পে ধর্মঘট, বিমান বন্দর কর্মীদের ধর্মঘট এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট — প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা আন্দোলনকে স্তব্ধ করেছে।

এছাড়া, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন ছিল, সামগ্রিকভাবে শোষিত মানুষ তো দূরের কথা, দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও তাঁরা তা চালাননি। তাই যে পশ্চিমবাংলায় একদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জনসংঘ স্থান করতে পারেনি, সেখানে বিজেপি'র মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠন তীব্র সিপিএম বিরোধী মানসিকতা কাজে লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বাহনে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার ঘটাতে চাইছে এবং দুঃখের হলেও একথা সত্য সিপিএম দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশও তাতে যোগ দিচ্ছে। তাই একথা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, চূড়ান্ত জনবিরোধী ও স্বৈরতান্ত্রিক ইউপিএ-কে সমর্থনের পিছনে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আটকানোর যে যুক্তি তাঁরা তুলছেন, তা নেহাতই অজুহাত।

সিপিএম নেতৃত্ব আরও বলেছে, সমর্থন প্রত্যাহার করে তারা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায় না। পার্টির মাদুরাই কংগ্রেস থেকেই তারা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করাকে অন্যতম কাজ হিসাবে গণ্য করে আসছে। ভারতের মত শোষণমূলক, শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বলতে সিপিএম নেতৃত্ব কী বোঝাতে চাইছে? শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করা মানে হল শোষণকেই সুরক্ষিত করা — একথা মার্ক্সবাদের অ-আ-ক-খ জানা মানুষমাত্রই জানেন। মুষ্টিমেয় দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে যাবে, জনগণের সম্পত্তি জলের দামে মালিকদের কাছে বেচে দেবে, শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে ক্রীতদাসের মতো খাটানো হবে, কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের সর্বনাশ ঘটিয়ে একচেটিয়া পুঁজির মালিক বৃহৎ চাষীদের স্বার্থে কৃষিনীতি গ্রহণ করা হবে, আর শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের বুলি আওড়ানো তথাকথিত বাম নামধারী দলগুলি চোখ বন্ধ করে তাকেই সমর্থন করে যাবে — এই কি সিপিএমের মতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা? আর এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা, জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা, প্রয়োজনে সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করা — এর নাম বুঝি তাদের ভাষায় রাজনৈতিক অস্থিরতা? সিপিএম নেতৃত্ব কীসের বিনিময়ে দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চাইছে। তা কি মালিকশ্রেণীর হাতে দেশের শ্রমিকশ্রেণী তথা আপামর জনসাধারণকে শোষণের অবাধ অধিকার তুলে দেওয়ার বিনিময়ে নয়? তাহলে এ কার কণ্ঠস্বর? এ তো মালিকদেরই কণ্ঠস্বর। সিপিএম নেতৃত্ব আজ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মালিকশ্রেণীর এজেন্ট হিসাবে শান্তির অমৃত বাণী ছড়াচ্ছে।

হরেকরকম বাক্যবিন্যাসের দ্বারা সিপিএম নেতারা ইউপিএ-কে সমর্থন করার পিছনে যতই যুক্তির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন না কেন, সচেতন মানুষের আজ আর একথা বুঝতে কোন অসুবিধাই নেই যে, সম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থেই তাঁদের এই সমর্থন। রাজনৈতিকভাবে অসচেতন শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করতে একেই তাঁরা রাজনৈতিক বাধ্যতা বলে অভিহিত করছেন। বাস্তবে সাম্প্রদায়িক শক্তির অজুহাত তুলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার কথা বলে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারকে টিকিয়ে রেখে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে উদারীকরণ-বিলগ্নীকরণের নীতিকে কার্যকর করতে সাহায্য করা, বিনিময়ে এ রাজ্যে আরও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পুঁজিপতিশ্রেণীর অনুগ্রহ লাভ করাই হল তাদের আসল উদ্দেশ্য। ইউপিএ-কে সমর্থনের পিছনে এটিই হল তাদের আসল রাজনৈতিক বাধ্যতা।

তাই রাজ্যজুড়ে আজ যখন দেখা যাচ্ছে, সিপিএম নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণের ক্ষোভ ক্রমাগত তীব্র হচ্ছে এবং তারা এই অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছে, তখন পুঁজিপতিদের সংগঠন সিআইআই-এর মঞ্চ থেকে সংগঠনের সভাপতি যোগেশচন্দ্র দেবেশ্বর এবং শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 'মৃতপ্রায় বাংলার জীবনদায়ী ওষুধ' বলে অভিহিত করেছেন। গোটা বুর্জোয়া মিডিয়া মহল বুদ্ধদেববাবুর ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ময়দানে নেমেছে। এমনকী ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের সভায় এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই 'রোল মডেল' হিসাবে তুলে ধরেছেন। এই বোঝাপড়ার রাজনীতিই নানা প্রকল্পের নামে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ আদায়ে তাদের সাহায্য করছে। তাতে উন্নয়ন কী হচ্ছে আলাদা কথা। তবে তাদের অনুগত কর্মীবাহিনী যে ভালই করে-কম্মে খাচ্ছে তা রাজ্যের মানুষ প্রতিদিনই টের পাচ্ছেন। এছাড়াও সরকার পরিচালিত বিভিন্ন কমিটি, কমিশনগুলির উচ্চপদে দলের নেতা, অনুগত বুদ্ধিজীবীদের তারা বসাতে পারছে। এই কারণে জনসাধারণের উপর ইউপিএ সরকারের কোন মারাত্মক আক্রমণই এই 'বাধ্যবাধকতা' থেকে সিপিএমকে বিচ্যুত করতে পারবে না। সুতরাং প্রশ্ন হল, তাদের পারস্পরিক স্বার্থপূরণের বলি হবে কেন সাধারণ মানুষ?

নদীয়ায় খেতমজুরদের ডেপুটেশন

ভূমিহীন খেতমজুরদের পরিচয়পত্র (জব কার্ড) পাওয়ার নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের (এ আই কে কে এম এস) উদ্যোগে প্রায় একশ' জন ভূমিহীন খেতমজুর ১৭ মার্চ করিমপুর ১নং পঞ্চায়েত অফিসে জমা দেন। তাঁদের অন্যান্য দাবিগুলি হল, বছরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন, করিমপুর বাসস্ট্যান্ডে জল নিকাশি ব্যবস্থা, যাত্রীদের বসার উপযুক্ত বিশ্রামাগার, ভ্যান-রিক্সা স্ট্যান্ড, করিমপুর থেকে নাজিরপুর ভায়া নতিডাঙ্গা পিচ রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার ও বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির ব্যবস্থা করা এবং নয়া পঞ্চায়েতি ট্যাক্স ও মদের দোকান খোলার নীতি বাতিল করা। এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ আব্বাস আলি সেখ, নজরুল ইসলাম, পিন্টু দাস প্রমুখ।

পরে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই করিমপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আজাদ রহমান ও সদস্য কমরেড মসিকুর রহমান।

মহান ২৪ এপ্রিলের সঙ্কল্প

একের পাতার পর

কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচিত পার্টিটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি নয়। তিনি বুঝেছিলেন, এই পার্টিটি বার বার ভুল করেছে বলে নয়, কার্যত পার্টি গঠনের লেনিনীয় পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসরণ করে ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে নিরলস ও আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদল জাত বিপ্লবী তৈরি করার, গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ ও যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার অপরিহার্য সংগ্রাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি করেনি। কমরেড ঘোষ দেখান — সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও মার্কসবাদের প্রতি আনুগত্য নিয়ে একদল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গ্রহণ করলেই সেটা একটা কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে যায় না। সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের লেনিনীয় নীতির ধারণাকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের তিনটি অপরিহার্য শর্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, ''প্রথমত, যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে জড়িত করে, একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তুলে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের বুনিয়াদ স্থাপনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, যৌথ নেতৃত্বের বাস্তব ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। তাই চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ, সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা ও সম-উদ্দেশ্যমুখিনতা গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের এই বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণাটি দলের মধ্যে গড়ে তোলাই সম্ভব নয়, এবং যতদিন পর্যন্ত যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন সেই সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এই বিশেষীকৃত ধারণার জন্ম না হয়, মনে রাখতে হবে, ততদিন পর্যন্ত দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেবার সময় আসেনি। কারণ, এরূপ অবস্থায় দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দিতে গেলে দলটি গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টির বদলে যান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে পর্যবসিত হয় এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বদলে দলটি আনুষ্ঠানিক এবং ব্যুরোক্রেটিক নেতৃত্বের জন্ম দিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদল প্রফেশনাল রিভলিউশনারির (জাত বিপ্লবীর) জন্ম দিতে হবে। মার্কসবাদের পরিভাষায় এই প্রফেশনাল রিভলিউশনারি বলতে পয়সার বিনিময়ে হোলটাইম ওয়ার্কার বোঝায় না। ...প্রফেশনাল রিভলিউশনারি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সচেতন অংশের সেই অংশ, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তাঁরা সবসময়ই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকী ব্যক্তিগত ব্যাপারেও, আনন্দের সাথে বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় সাবমিট করতে সক্ষম। একমাত্র এই প্রফেশনাল রিভলিউশনারির মধ্য থেকেই যদি পার্টির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসে, তাহলেই একটি পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

মূলত এই তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামোর জন্ম দেওয়া যেতে পারে।

কমরেড ঘোষ আরও দেখান, সমস্ত আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার রুচিগত ও সাংস্কৃতিক মানের মধ্যে। উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির মান অর্জন না করতে পারলে মার্কসবাদী বিপ্লবী তত্ত্ব আয়ত্ত করা যায় না এবং তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে, নিজের ও পার্টি জীবনের কঠোর সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আজকের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াগুলি ''বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি'' পুস্তিকায় সূত্রাকারে তিনি তুলে ধরেন।

বিপ্লবের অবশ্যপ্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসাবে এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দল তাঁর নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঠিক রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে এবং সেই বিপ্লব সফল করার উদ্দেশ্যে, তার পরিপূরক হিসাবে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে কমরেড ঘোষ দেখান, বর্তমান চরম প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে বেকারি, অভাব, দুঃখদুর্দশা ও মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ছাড়া পুঁজিবাদ আর কিছু দিতে পারে না। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতে যখন দেশগঠন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি মানুষের আস্থা হারায়নি, সেই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী শোষণের পরিণতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত। দেশের নব্বই শতাংশ মানুষের চরম দুর্দশাকে আড়াল করে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিক ও তাদের কৃপাধন্য কমবেশি ১০ শতাংশের সমৃদ্ধিকেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বলে প্রচার করছে কংগ্রেস ও বিজেপি এবং তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে সিপিএম। অন্যদিকে উন্নয়নের মিথ্যা বচনের আড়ালে ব্যাপক জনগণের উপর বেসরকারীকরণ, উদারীকরণের পথে যে আঘাত আসছে তার বিরুদ্ধে লড়ছে এস ইউ সি আই। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই-ভিআরএস, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি, বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে; চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম, কমদামে বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাবিতে এবং ছাত্র-যুবকদের নৈতিক বল ধ্বংস করার জন্য মদ-জুয়ার ব্যাপক প্রসারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করছে এস ইউ সি আই। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এস ইউ সি আই এই সত্যটাই তুলে ধরতে চাইছে যে, এদেশের মানুষের জীবনের সমস্ত সমস্যার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদ; সেই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে হবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কেবল সরকার বদল করে জনগণের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তার জন্য চাই বিপ্লব এবং সেই বিপ্লব হচ্ছে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সেজন্য যেমন সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব প্রয়োজন, ঠিক তেমনই প্রয়োজন জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটিগুলি গড়ে তোলা, যে কমিটিগুলি রাশিয়ার সোভিয়েতের অনুরূপে গণআন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনে জনগণের শক্তিকে সংগঠিত করবে ও সক্রিয় রূপ দেবে। অতীতে যখন ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার ছিল পশ্চিমবঙ্গে সে সময়ে, বিশেষত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা বার বার তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গণকমিটি গড়ে তোলার দাবি করেছি। কিন্তু সিপিএম কোনদিন তা মানে নি। তারা চেয়েছে আন্দোলনের রাশ সর্বদা তাদের হাতে থাকুক, যাতে সময়মতো তারা তার রাশ টেনে ধরে গণআন্দোলনকে ব্যালট বাক্সে পুরে শেষ করে দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনে অতীতে বার বার এ প্রশ্নে আমাদের দলের সঙ্গে তাদের নেতৃত্বের আদর্শগত সংগ্রাম হয়েছে। আর বর্তমানে ত্রিশ বছর ক্ষমতাসীন থেকে তারা এখন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে কাজ করছে। এই অবস্থায় জনজীবনের সঙ্কটগুলির ন্যূনতম সুরাহা করার জন্য জনগণের যে লড়াই প্রতিদিন গড়ে তুলতে হবে সে দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে এস ইউ সি আই ছাড়া আর কেউ নেই। গণআন্দোলনের মধ্যে এস ইউ সি আইয়ের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনটির তাৎপর্য মানুষকে বুঝতে হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন — বিপ্লব শুধু বুদ্ধির কারবার নয়। এটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তিরও কারবার। বিপ্লবের উপযোগী উচ্চ হৃদয়বৃত্তিকে নতুন উদ্যমে জাগিয়ে তোলা আজ অত্যন্ত জরুরি। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে এদেশের গণসংগ্রামে সংস্কৃতির যে সুরটি ছিল, যার ধারাবাহিকতা আজ বহুলাংশে হারিয়ে গিয়েছে, সেই ধারাবাহিকতাতে তার সাথে ছেদ ঘটিয়ে আজকের যুগোপযোগী পুঁজিবাদবিরোধী মানসিকতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এবারের ২৪শে এপ্রিল সেই উন্নত সংস্কৃতির আধারে গণআন্দোলনের ধারায় সংগ্রামের হাতিয়ার রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গণকমিটিগুলি শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে।

নির্বাচনে 'বিদ্যুৎ সমস্যা' প্রধান ইস্যু করে প্রচার করা হবে

অ্যাবেকার দ্বাদশ সম্মেলনের ঘোষণা

আমরণ অনশনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করার পর কৃষি সহ অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষুদ্র গ্রাহকদের অপূরিত দাবিগুলি আদায়ের জন্য গ্রাহক আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন গত ১৭-১৮ মার্চ, দ্বাদশ সারা বাংলা সম্মেলনের আয়োজন করে। ১৭ মার্চ প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ধর্মতলায় মেট্রো সিনেমার বিপরীতে মেট্রো চ্যানেলে। সম্মেলন স্থলে, 'কৃষিক্ষেত্রে ৩ একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় ও অন্যান্যদের ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে', 'গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে', 'জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল কর', 'এপ্রিল থেকে পুনরায় বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির চক্রান্ত ব্যর্থ করুন', 'তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ নীতি প্রয়োগের নামে ক্ষুদ্র গ্রাহকদের মাশুল বাড়িয়ে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার বিদ্যুতের দাম কমানো চলবে না' ইত্যাদি দাবি সম্বলিত ফেস্টুন ও ব্যানারগুলি সকাল থেকেই পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল এবং তাদের অনেকেই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে এই বিদ্যুৎ-গ্রাহক আন্দোলনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়ে যান। সম্মেলন শুরু হয় বিকাল ৪টায়। শুরুর আগে, হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে বিভিন্ন জেলার গ্রাহকরা দু'টি বিশাল মিছিল করে সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হন। কলকাতা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকেও গ্রাহকরা সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশে পাঁচ হাজারেরও কিছু বেশি গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী।

প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয়, পুনরায় বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানো হলে এবং আমরণ অনশনকারীদের কাছে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা না হলে, নির্বাচনের আগেই আন্দোলন শুরু করা হবে। আগামী নির্বাচনে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর স্রষ্টা পূর্বতন এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর জন্য প্রস্তাবে আহ্বান জানানো হয়।

বিশিষ্ট জননেতা মানিক মুখোপাধ্যায় বলেন, ''বিদ্যুৎ সমস্যা বিচ্ছিন্ন কোন সমস্যা নয়। আজকে বিশ্বায়নের নামে যে খোলাবাজার অর্থনীতি চালু হয়েছে তার ফলে সব কিছুকেই পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। বিদ্যুতের মত একটি পরিষেবাকেও পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। সেই কারণেই ফি বছর বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ছে। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের আন্দোলনকে বিশ্বায়নের অর্থনীতি পাল্টানোর আন্দোলনের পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হবে।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি স্টাডিজ-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক সুজয় বসু বলেন, 'শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে, আবার এপ্রিল থেকে মাশুল বাড়তে চলেছে এবং এবারও কৃষিক্ষেত্রে মাশুল বাড়ানো হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বর্তমান বছরেই কৃষি-বিদ্যুৎ মাশুল যথেষ্ট বেশি রয়েছে। তাহলে আবার মাশুল বৃদ্ধি কেন?'

বিচারপতি অবনীমোহন সিনহা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করেন তাহলে প্রশ্ন জাগতে বাধ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞাতসারেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটাই কি বামফ্রন্টের সংস্কৃতি? মুখ্যমন্ত্রী নিজে যদি মিথ্যা বলেন, তাহলে তার থেকে অন্যরা কী শিখবে?'

অ্যাবেকার সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, ''নির্বাচনের আগেই ফয়সালা চাই। নির্বাচনে বিদ্যুৎ সমস্যাকে প্রধান ইস্যু করে আমাদের প্রচার চলবে। সল্টলেকে পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনে যাঁরা শক্তি যুগিয়েছেন তাঁদের নির্বাচনে সমর্থন করতে হবে, যাতে বিধানসভার ভেতরে আন্দোলনের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা যায়। তিনি বলেন, জনগণের বাঁচার দাবি আদায়ের শক্তি এবং ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক শক্তি — এই দুই-এর মধ্যে জনসাধারণ যাতে আন্দোলনের শক্তির পক্ষে ভোট দেয়, তা দেখতে হবে। তিনি বলেন, ৩০ মার্চ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

সাতের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

সুপ্রিম কোর্টের জনবিরোধী রায়
ইউ টি ইউ সি-এল এসের প্রতিবাদ

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা রাজস্থানের সরকারি সংস্থা 'আবাস বিকাশ' তুলে দেওয়া এবং কর্মরত কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি যে রায় দিয়েছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ৩০ মার্চ নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

''কোন সরকারি বিভাগ ও সংস্থার কর্মরত কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করে কোন বিভাগ বা সংস্থা বন্ধ করে দেওয়া, পদ অবলুপ্ত করার অধিকার সরকারের আছে কিনা এবং কর্মরত কর্মচারীদের অন্যত্র নিয়োগ সহ তাদের পেনশন প্রভৃতি অর্জিত অধিকারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের আবশ্যিক কিনা — এই প্রশ্নে রাজস্থান হাইকোর্টের ইতিবাচক রায়কে নাকচ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি যে রায় দিয়েছে, তা গভীর উদ্বেগজনক এবং কর্মচারী তথা জনস্বার্থ বিরোধী। সর্বোচ্চ আদালতের অভিমত হল কর্মচারীদের অধিকার রক্ষা এবং পুনর্নিয়োগের সুযোগ না দিয়ে সরকার যেকোন সংস্থা-বিভাগ বন্ধ করতে এবং যেকোন পদের বিলোপ ঘটাতে পারে। এই রায় বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ নীতি-অনুসারী সরকারের হাতকে শক্তিশালী করবে এবং দেশিবিদেশি মালিকদের কর্মী ছাঁটাইকে আরো উৎসাহিত করবে। শুধু তাই নয়, প্রচলিত শ্রম আইনে শ্রমিক স্বার্থের যতটুকু সুরক্ষা ছিল তাও কেড়ে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হল এই রায়ের ফলে। উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য শুধু সরকারি কর্মচারী নয়, দেশের সমস্ত কর্মচারী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।''

জেপিএ-এর প্রতিবাদ

জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন (জেপিএ)-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এ কে মজুমদার ৩০ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

''সরকারি ক্ষেত্র ও তার কর্মচারীদের উপর আবারও আঘাত হানল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যখন একের পর এক অফিস, বিভাগ, সংস্থা ও পদ তুলে দিচ্ছে, কর্মরত কর্মচারীদের নিরাপত্তা যখন ভয়াবহভাবে আক্রান্ত, ঠিক তখনই দেশের সর্বোচ্চ আদালত রাজস্থান সরকারের 'আবাস বিকাশ সংস্থা' তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এক রায়ে জানিয়ে দিয়েছে — কর্মরত কর্মচারীদের পুনরায় চাকরি পাওয়ার অধিকার এবং তাদের পেনশনসহ অর্জিত অধিকারের সুরক্ষার কোন দায়িত্ব না নিয়ে সরকার যেকোন অফিস, বিভাগ, সংস্থা ও পদ তুলে দিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজস্থান হাইকোর্ট কর্মচারীদের বেতন, চাকরি ও পেনশনের নিশ্চয়তা সরকারকে দিতে হবে এই মর্মে রায় দিয়েছিল। এই রায়কে নাকচ করে সুপ্রিম কোর্ট যে কর্মচারী তথা জনস্বার্থ বিরোধী রায় দিয়েছে তা কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলিকে ব্যাপক কর্মী ও কর্মসংকোচন করতে উৎসাহিত করবে। জনবিরোধী বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ নীতি রূপায়ণ আরো তীব্রতর হবে। কর্মচারীদের উপর আক্রমণ আরও বাড়বে। এই মারাত্মক বিপদের বিরুদ্ধে সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োজিত দেড় কোটি কর্মচারীদের কাছে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।''

কমরেড শিবনাথ সেন-এর জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ভাটপাড়া-জগদ্দল লোকাল কমিটির প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয় সদস্য, ভাটপাড়া পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার কমরেড শিবনাথ সেন দীর্ঘ অসুস্থতার পর গত ১৮ মার্চ শনিবার শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

কমরেড শিবনাথ সেন ৬০-এর দশকের প্রথমদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে এস ইউ সি আই দলে যুক্ত হন এবং উন্নত তত্ত্বগত ও চারিত্রিক মান ও নিরলস কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তরের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্যে পরিণত হন। তিনি কাঁকিনাড়া পেপার মিলের কর্মচারী ছিলেন। আশির দশকে মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কমরেড সেন প্রবল আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। কিন্তু এই চরম দুর্দশার মধ্যেও দিশাহারা না হয়ে তিনি আরও বেশি সময়ের জন্য দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়েই ১৯৮১ সালের পৌরনির্বাচনে ভাটপাড়া পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড থেকে অভূতপূর্ব জনসমর্থনের বলে কমরেড সেন নির্বাচিত হন।

পৌর কাউন্সিলার রূপে কমরেড শিবনাথ সেন-এর বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা আজও ভাটপাড়া পৌরএলাকায় স্মরণীয় হয়ে আছে। সঠিক রাজনীতি, সততা, নিষ্ঠা ও সঠিক নেতৃত্বের দ্বারা নিজেদের কর্মরীতিকে পরিচালিত করলে যে, পৌরসভার মতো স্বশাসিত সংস্থাগুলোকে কিছুটা জনস্বার্থে কাজ করতে বাধ্য করা যায় এবং নাগরিকদের জন্য কিছু জনসেবামূলক কাজ আদায় করে নেওয়া যায় — এই সত্যটি কমরেড সেন তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

সদালাপী, মিতভাষী ও দৃঢ়চরিত্রের মানুষ কমরেড সেন দলের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়েও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। কখনও কোনো সিদ্ধান্ত মনঃপূত না হলেও, এমনকী কোনো কারণে আঘাত পেলেও কখনও তাঁকে ক্ষোভ ব্যক্ত করতে দেখা যায়নি বরং দলের সিদ্ধান্ত হাসিমুখেই মেনে নিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত কমরেড সেনের হৃদযন্ত্রের অবস্থার অবনতি হলে কিছুদিন আগেই তাঁর বাইপাস সার্জারি করা হয় এবং পেস মেকার বসানো হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পরে আবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আবার ক্যালকাটা হার্টক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কমরেড শিবনাথ সেনের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দলের সদস্য, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী এবং তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ভাটপাড়ায় দলের কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। শ্যামনগর ও ভাটপাড়া পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহ আনা হলে সেখানে কমরেডস্ কমল ভট্টাচার্য, সদানন্দ বাগল, রতন ভৌমিক, শ্রীধর মুখার্জী, অমল চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী হালদার প্রমুখ প্রাদেশিক জেলা ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। এরপর ভাটপাড়ায় তাঁর বাড়ির সামনে তাঁর আত্মীয় স্বজন, অগণিত প্রতিবেশী ও শুভানুধ্যায়ী এবং অন্যান্য দলের স্থানীয় সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। এরপর গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড শিবনাথ সেনের প্রয়াণে দল একজন প্রবীণ একনিষ্ঠ কর্মী ও জনপ্রিয় নেতাকে হারালো।

কমরেড শিবনাথ সেন লাল সেলাম

জঙ্গীপুরে চাষী আন্দোলনের জয়

জঙ্গীপুর এলাকায় কাশিয়াডাঙ্গা অঞ্চল, তেঘরী অঞ্চল, টিকলীচর, দ্বীপচর এলাকার চাষীদের সংগ্রাম কমিটি শেষ পর্যন্ত জিতলো। জঙ্গীপুর এমনিতেই বন্যা ও ভাঙন প্রবণ এলাকা। বেশ কিছুদিন ধরে ইঁট-ভাটার মালিকরা এই সমস্ত এলাকার কৃষিযোগ্য জমি থেকে মাটি কেটে লরিতে করে নিয়ে গিয়ে ইঁট কাটার কাজে ব্যবহার করছিল। ৯-১০ ফুট গর্ত করার ফলে কৃষিযোগ্য জমি নষ্ট হচ্ছিল। এবং এর ফলে ভাঙনের প্রবণতা ত্বরান্বিত হচ্ছিল। এলাকার চাষীরা বিডিও, বিএল এ্যান্ড এল আর ও, এস ডি ও সবাইকে জানিয়েও কোন প্রতিকার পায়নি। মাটি কাটা বন্ধ হয়নি।

অবশেষে তারা চাষী সংগ্রাম কমিটি গঠন করে গত ২৬ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জঙ্গীপুর-লালগোলা রাজ্য সড়কের রামপুরার মোড় অবরোধ করেন। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হন রঘুনাথগঞ্জ থানার আই সি। কিন্তু চাষীরা তাদের দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশেষে বিডিও চাষীদের দাবি মেনে নিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ২৭ মার্চ থেকে মাটিকাটা বন্ধ করার ব্যাপারে প্রশাসন অভিযান শুরু করেছে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন — শুকদেব চন্দ্র মণ্ডল, শম্ভু মণ্ডল, সারফুল সেখ, এস ইউ সি আই জঙ্গীপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মীরজা নাসির ওমদীপ প্রমুখ। সমগ্র আন্দোলনটি পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনুরাধা মণ্ডল। এই আন্দোলন এলাকার চাষীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

অ্যাবেকার দ্বাদশ সম্মেলনের ঘোষণা

ছয়ের পাতার পর

দপ্তরে বিক্ষোভ জানানো হবে। যদি বর্ধিত মাশুল ঘোষণা করা হয়, তাহলে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হবে'।

অধ্যাপক কাস্তীশ চন্দ্র মাইতি বলেন, 'দীর্ঘ ১২-১৩ বছর ধরে গৃহস্থ, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ক্ষুদ্রগ্রাহকদের স্বার্থে অ্যাবেকা আন্দোলন করে চলেছে। অনেক দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।' এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হবার জন্য তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান।

প্রকাশ্য অধিবেশনের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী বলেন, এ বছর এ রাজ্যের অসংগঠিত গরিব কৃষকরা অ্যাবেকার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে গ্রাহক আন্দোলনকে এক ঐতিহাসিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কিছু দাবিও আদায় করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে সকল শ্রেণীর ক্ষুদ্র বিদ্যুৎগ্রাহকদের অপূরিত দাবিগুলি আদায়ের জন্য আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি।

১৮ মার্চ, যুবভারতীতে প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে আগামী নির্বাচনের সময় সর্বত্র প্রচার চালানোর সিদ্ধান্তের সাথে সাথে ৩০ মার্চ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দপ্তরে বিক্ষোভ জানাবার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কমিশন তা সত্ত্বেও বর্ধিত মাশুল ঘোষণা করলে, ঘোষণার পরের দিন রাস্তা অবরোধের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত হয়। পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে ৭ দিনব্যাপী বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর ঘেরাও করার কর্মসূচিও ভাবা হয়।

মহাশ্বেতা দেবী, তাপস সেন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অবনীমোহন সিন্‌হা, সুজয় বসু, চির দত্ত, ভবেশ গাঙ্গুলী প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকদের উপদেষ্টা, সঞ্জিত বিশ্বাসকে সভাপতি, অমল মাইতিকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে আগামী দিনে আন্দোলন পরিচালনার জন্য।

১৯ মার্চ নাগপুরে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে মহিলাদের কনভেনশন

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কমরেড সঙ্গীতা মিশ্র আর আমাদের মধ্যে নেই

এস ইউ সি আই-এর সদস্য, অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কাউন্সিল এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সঙ্গীতা মিশ্র অকস্মাৎ সেপ্টিসেমিয়া এবং মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে গত ৮ই এপ্রিল সকাল ৫-৫০ মিনিটে কলকাতার এক হাসপাতালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিহারের এক স্বচ্ছল পরিবারের বাবা মায়ের প্রিয় সন্তান কমরেড সঙ্গীতা মিশ্র ১৯৮৬ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং পার্টিতে যুক্ত হওয়ার প্রশ্নে পরিবারের সাথে তীব্র আদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত হন। বিহারের পিছিয়ে-পড়া সামাজিক পরিবেশে একটি মেয়ের পক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনে সার্বিকভাবে যুক্ত হওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। ১৯৮৯ সালে ২১-২২ বছর বয়সে বাবা- মা'র চোখের জল পিছনে ফেলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে জীবনে গ্রহণ করে যখন অল্প কিছুদিনের জন্য কলকাতায় আসেন, তখন পার্টি নেতৃত্বের আহ্বানে দ্বিধাহীনভাবে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবাংলার হিন্দি ভাষাভাষী ছাত্র এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে পার্টির চিন্তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিহার ছেড়ে কলকাতাতেই থেকে যান। সেই সময় থেকেই কলকাতার সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়ে এখানকার একজন হয়ে ওঠেন। এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে পশ্চিমবাংলার হিন্দিভাষী ছাত্রদের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে হিন্দীতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে সেক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। তিনি পশ্চিমবংগাল ছাত্র সংঘর্ষ কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন। ২০০৪ সালে ভারতীয় সাহিত্যে মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রতিভূ মুন্সী প্রেমচাঁদের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর সাহিত্য ও উন্নত রুচি-সংস্কৃতি এবং আদর্শের সুরকে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে হিন্দী, উর্দু এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সারা বাংলা মুন্সী প্রেমচাঁদ ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সম্পাদিকা হিসাবেও কমরেড সঙ্গীতা মিশ্রের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আমাদের প্রিয় দল এস ইউ সি আই এবং ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার হিন্দীভাষী মানুষের মধ্যে এই সমস্ত আন্দোলনের বার্তা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কমরেড সঙ্গীতা মিশ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। তার ফলে ধীরে ধীরে এঁদের মধ্যে তিনি একটি বিশেষ স্থানও দখল করে নিচ্ছিলেন। যাঁদের সঙ্গে তিনি মিশতেন, যে পার্টি সেন্টারে তিনি থাকতেন সেখানে সহকর্মীদের প্রত্যেকের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব, মার্জিত রুচি, পরিশীলিত ব্যবহার এবং চরিত্রের প্রভাব পড়তো। রুচি-সংস্কৃতির যে সহজাত বাঁধুনি তাঁর ছিল তা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে আরো মজবুত হচ্ছিল। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলনে যে ধরনের নারীচরিত্র চেয়েছিলেন সেইভাবেই তিনি নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। রাজনৈতিক জ্ঞানচর্চার দিকেও তাঁর আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজের পরিবার এবং পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে পার্টিতে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি এতোদূরে কলকাতায় থেকেও আপ্রাণ প্রয়াস চালাতেন। বিহারের এ আই ডি এস ও-র কমরেডদের যাঁদের চিনতেন, তাঁদের বিকাশের ক্ষেত্রেও পার্টি নেতৃত্বের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তিনি একটা ভূমিকা নিতেন।

কমরেড সঙ্গীতা মিশ্রের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে বহুগুণের অধিকারী একজন সম্ভবনাপূর্ণ কর্মীকে দল হারাল।

কমরেড সঙ্গীতা মিশ্র লাল সেলাম

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের শোক

কমরেড সঙ্গীতা মিশ্রের মৃত্যুতে বাংলা, হিন্দি ও উর্দু সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দেশের বরেণ্য বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জী, অধ্যাপক কবি তরুণ সান্যাল, সাহিত্যিক কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, কৈসর শামিম, ধ্রুবদেব মিশ্র পাষাণ, গীতেশ শর্মা, অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার রবি, ডঃ বিমল, ছাপ্‌তে ছাপ্‌তে পত্রিকার সম্পাদক বিশ্বম্ভর নৈবর, প্রভাত খবর পত্রিকার সম্পাদক ওমপ্রকাশ অশ্ক, সাংবাদিক সন্তন কুমার পান্তেয়, খান্না হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এম পি সিংহ, শিক্ষিকা প্রেম শর্মা প্রমুখ। পশ্চিম বঙ্গাল ছাত্র সংঘর্ষ কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছে — সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর কমরেড সঙ্গীতা মিশ্রের মৃত্যুতে আমরা এক অমূল্য রত্নকে হারালাম।

যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে
কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে

গত ৩১ মার্চ, এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন — ''দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে অক্লেশে লঙ্ঘন করে বাস্তবে এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে কারার অভ্যন্তরে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।'' গত ৫ ফেব্রুয়ারি কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। জেলে পরিকাঠামোর চূড়ান্ত অভাবের কারণে ২৮ ঘণ্টা অমার্জনীয় বিলম্বের পর ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে এস এস কে এম হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে প্রায় চিকিৎসা না করেই অতি দ্রুত তাঁকে আবার জেলে পাঠানো হয়। ১৬ মার্চ জেলে আবার তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। ভোর চারটেয় তড়িঘড়ি আবার তাঁকে এস এস কে এম-এ ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য যে, কমরেড পুরকাইত দীর্ঘদিন ধরে কঠিন হার্টের রোগে ভুগছেন। এই কারণে ইতিপূর্বেও তাঁকে দু'বার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় — একবার '০৪ সালের ১৫ আগস্ট এবং আর একবার '০৫ সালের ১ জুন। দু'বারই সুচিকিৎসার ফলে তিনি সম্ভাব্য হার্ট অ্যাটাকের হাত থেকে রেহাই পান। এতদসত্ত্বেও, জেল হাসপাতালের শোচনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে তাঁর হার্ট অ্যাটাকগুলি সম্পর্কে পূর্বানুমান করা ও তা প্রতিরোধ করা যায়নি।

এস এস কে এমের মেডিক্যাল সুপারের সার্টিফিকেট থেকে দেখা যাচ্ছে, কমরেড পুরকাইতের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশন দরকার। এটি একটি জটিল অপারেশন এবং সুখ্যাত অত্যাধুনিক হাসপাতালেই তা করা উচিত। ২৪ মার্চ দলের আবেদনক্রমে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের উকিল উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে নিজ ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ২৮ মার্চ কমরেড প্রতিভা মুখার্জী সহ তিন জনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনায় কারামন্ত্রী আমাদের দাবি নৈতিকভাবে মেনে নিয়ে আই জি (কারা)-কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করা হয়নি। এমনকী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মেডিক্যাল রিপোর্টের কপি প্রদানের আইন থাকা সত্ত্বেও তা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া রেগুলেশনস'-এ পরিষ্কার বলা আছে, রোগী বা তার লিগ্যাল অথরিটি যদি চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র চায় তবে তা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। ইউনাইটেড নেশনস্ স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম রুলস্ ফর দি ট্রিটমেন্ট অফ প্রিজনার্স'-এর ২২(২) ধারায় বলা হয়েছে, অসুস্থ বন্দির যদি বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তবে তাকে বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে বা হাসপাতালে পাঠাতে হবে; সেখানকার যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের সরবরাহ যেন যথাযথ থাকে এবং একদল উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকে — তা দেখতে হবে। উল্লেখ্য যে বন্দিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত এই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ভারত স্বাক্ষরকারী। তা সত্ত্বেও প্রবোধবাবুর ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্ত আইনকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

এই ঘটনা জেলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের আচরণ ও সম্প্রতি জেলে বন্দি যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সর্বশেষ জানা গেছে, যথাযথ চিকিৎসা না করেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যা খুবই বিপজ্জনক এবং এর ফলাফলের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণীর উপর মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যা দোষারোপ

মিট দ্য প্রেসে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে রাজ্যে শ্রমিকশ্রেণীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অপমানিত করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন —

''ভোটের মুখে মুখ্যমন্ত্রী কলকারাখানা বন্ধ ও শিল্পের রুগ্নতার জন্য শ্রমিক আন্দোলনকে দোষারোপ করে আরও নগ্নভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, গদি বজায় রাখার জন্য কীভাবে সিপিএম নেতৃত্ব আজ দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের তুষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। অথচ শুধু মার্কসবাদীরা নয়, এমনকী আজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা পর্যন্ত স্বীকার করছেন যে, বর্তমান বিশ্বব্যাপী শিল্পের গভীর মন্দা এবং তার জন্য কলকারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই, সংকোচন সবকিছুই ঘটছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক আন্দোলনের জন্য শিল্প বন্ধ হচ্ছে না, শোষণে জর্জরিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কুচিত হওয়ায় যে তীব্র বাজার সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তার ফলেই এসব ঘটছে। তাই পশ্চিমী দেশগুলিসহ সর্বত্র কারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই ও সঙ্কোচন, চাকুরীর নিরাপত্তা, মজুরী হ্রাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়তে হচ্ছে।

সর্বদেশে সর্বযুগে বুর্জোয়ারা বিনা প্রতিবাদে ও নিশ্চিন্তে শোষণ-লুণ্ঠন চালাবার জন্য 'শিল্পে শান্তি' ও 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য'র যে আহ্বান দিয়ে থাকে, মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠেও তারই প্রতিধ্বনী শোনা গেল। তিনি সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদের পক্ষে কাজ করার ঘোষণাও সরাসরি ব্যক্ত করেছেন। পুঁজিবাদের গোলামীতে সিপিএম নেতৃত্ব আজ মহান লেনিন কর্তৃক ধিক্কৃত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের থেকেও বহুদূর ছাড়িয়ে গেছেন। আশা করি, সিপিএম-এর সৎ কর্মী ও সমর্থকরা নেতৃত্বের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে সরব হবেন।''

শিল্পায়নের দাবিতে, উচ্ছেদ ও দূষণের বিরুদ্ধে গঠিত হল
ঝাড়খণ্ড সংযুক্ত গণসংগ্রাম অভিযান সমিতি

এস ইউ সি আই সহ পাঁচটি দলকে নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাজ্যব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'ঝাড়খণ্ড সংযুক্ত গণসংগ্রাম অভিযান সমিতি' গঠিত হয়েছে। সংগঠনের উদ্যোগে ১ এপ্রিল জামশেদপুরের মিলনী হলে রাজ্য কনভেনশন আয়োজিত হয়। এস ইউ সি আই ছাড়া এই মোর্চার অন্যান্য শরিক দলগুলো হলো — সি পি আই (এম-এল), নব জনবাদী চেতনা মঞ্চ, গণমুক্তি সংঘর্ষ সমিতি ও সমাজবাদী গণপরিষদ। কনভেনশনের বিষয়বস্তু ছিলো — ''ঝাড়খণ্ডের শিল্পায়ন, উচ্ছেদ, দূষণ''। কনভেনশনে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন — কমরেডস্ সীতারাম টুডু, সরলা মাহাতো ও লিলি দাস। সভা পরিচালনা করেন অমিত রায়। কমরেড সীতারাম টুডু বলেন— মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা আজ গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছেন যে তোমরা তোমাদের জমি দিয়ে দাও, তাতে ঝাড়খণ্ডের সামগ্রিক বিকাশ হবে। পুঁজিপতিদের স্বার্থে নিজেদের সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে প্রায় প্রতিটি দলই আজ গ্রামবাসীদের এই কথা বোঝাচ্ছে। সিপিআই, সিপিএমও কোন প্রতিবাদ করছে না। কিন্তু সহজ, সরল গ্রামবাসীরা তাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রোজেক্ট — যেমন সুবর্ণরেখা প্রজেক্ট, চান্ডিল বাঁধ প্রজেক্ট, এইচ ই সি (রাঁচী) প্রজেক্ট, কোয়েল কারো প্রজেক্ট ইত্যাদিতে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের আজ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। অতীতের এই শিক্ষাই তাদের সংগ্রামের জন্য প্রেরণা দিচ্ছে। তিলকা মাঝি, সিধু-কানহু, বিরসা মুণ্ডার ঝাড়খণ্ডকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া এখানকার সাধারণ মানুষ এত সহজে মেনে নেবে না। তাই আজ যেখানেই টাটা, মিত্তল, জিন্দাল, এসসার জবরদস্তি প্ল্যান্ট খোলার চেষ্টা করছে সেখানেই তাদের গ্রামবাসীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আন্দোলনের নেতৃত্ব সঠিক হলে তা সফল হবেই।

সভার শেষে কনভেনশনের মূল প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ও ওড়িশার কলিঙ্গ নগরের ঘটনায় দোষী পুলিশ অফিসারদের অবিলম্বে শাস্তি প্রদানেরও দাবি জানানো হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in